দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মেয়েদের লেখা-পড়ায় প্রতিবন্ধকতা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিংবা বিদ্যালয়ের কোন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। কোন কোন বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে আবার ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রীও মাধ্যমিক স্তরে আসতে পারে কি-না সন্দেহ। না আসার পেছনে মেধা নয়— নানা প্রতিবন্ধকতাই দায়ী। অবশ্য এটাও সত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই এক বৃহতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী চিরতরে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যত ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসতে পারে সে অনুপাতে মেয়েরা আসতে পারে না। শহর অঞ্চলের হাতে গোণা গুটিকয়েক বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এলাকায় ৮-১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে হয়তো একটি বালিকা বিদ্যালয় কোনভাবে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে স্কুলে আসার সুযোগ পায় মেয়েরা তার এক-তৃতীয়াংশও পায় না।

মফস্বল এলাকায় প্রায় সব বালিকা বিদ্যালয়ই যেহেতু উপজেলা সদরে অবস্থিত, কাজেই প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরা এখানে আসার সুযোগ পায় না। আবার এসব বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রী নিবাস না থাকাতে এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধতা আরো জটিল হয়ে দেখা দেয়। গ্রামের স্কুলগুলোতে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হয় তারাও বেশী দিন স্কুলে থাকে না। রাস্তার দূরত্ব ও যাতায়াতে দুর্ভোগ লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের জন্য একটি বিরাট বাধা। নদী-নালা, ভাঙ্গা সাঁকো পেরিয়ে নৈমিত্তিক যাতায়াত মেয়েদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রামের স্কুলগুলোতে নেই। কাজেই দেখা যায়, নবম শ্রেণীতে ওঠেই অনেক ছেলে স্কুল পরিবর্তন করে। কিন্তু মেয়েদের সে সুযোগ থাকে না। হয় মানবিক বিভাগকেই ধরে রাখতে হয়, নয়তো শহরে অবস্থিত স্কুলগুলোতে তীব্র প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া বিকল্প হিসেবে এ তিনটি পথই খোলা থাকে।

কিন্তু এটাও সত্য যে, বিরাজমান এ অবস্থা কোন সমাজ বা জাতির জন্য নির্ভাবনাময় সংবাদ নয়। সমাজের অর্ধেক অংশকে অন্ধকারে রেখে এবং অন্ধকারে রাখার সব ব্যবস্থা বর্তমান রেখে আত্মনির্ভরশীলতার স্বপন দেখা আকাশ কুসুমমাত্র। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই আনতে হবে। তবে, প্রাথমিকভাবে কয়েকটি প্রস্তাব কার্যকর করে এই বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১) উপজেলায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ছাত্রী নিবাস নির্মাণ ও নিরাপদ পরিবেশে লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

২) গ্রামের রাস্তাগুলো সংস্কার করা এবং স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করা, এবং

৩) মেয়েদের জন্য বিশেষ একটি স্তর পর্যন্ত যে অবৈজ্ঞানিক লেখা-পড়া করার ব্যবস্থার কথা কুদরাত-ই-খুদার রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করা।

—মোজহারুল হক (বাবলু)